



119955 - যবে ব্যক্তবি বলনে: ‘মুসলমানদরে দরদিররে কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি’ সে ব্যক্তবি হুকুম কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যনি বলনে: এ যুগে মুসলমানদরে দরদিরতা, দুর্বলতা ও পছিয়ে থাকার কারণ হচ্চে- অর্থনৈতিক অগ্রগতির তুলনায় জনসংখ্যা বসিফোরণ ও অধিক জনমহার। আপনাদরে দৃষ্টিতে এ ব্যক্তবি ব্যাপারে শরয়ি হুকুম কি এবং তার প্রতি আপনাদরে নসীহত কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

আমরা মনে করি, তার এ দৃষ্টিভিঙগি ভুল। কারণ যার জন্য ইচ্ছা রযিকিরে সমৃদ্ধিদানকারী ও সংকোচনকারী হচ্চনে আল্লাহ তাআলা। অধিক জনসংখ্যা রযিকি সংকোচনের কারণ নয়। যহেতে এ পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সকলের রযিকিরে ভার আল্লাহর উপরে। তবে, আল্লাহ তাআলা কোন হকেমতরে কারণে রযিকি দনে এবং কোন হকেমতরে কারণে রযিকি থেকে বঞ্ছতি করেনে।

যে ব্যক্তি এমন বশ্বিাস করে তার জন্য আমার নসীহত হচ্চে- সে যনে আল্লাহকে ভয় করে এবং এ বাতলি বশ্বিাস ত্যাগ করে। সে যনে জনে রাখে, এ বশ্বিজগতরে সদস্য যতই বৃদ্ধি পাক না কনে আল্লাহ চাইলে তাদরে সকলের রযিকিরে সমৃদ্ধি দতিে পারনে। কনিতু আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিাবে বলছেন, “যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে রযিকিরে সমৃদ্ধি দতিনে, তবে তারা পৃথিবীতে বপিরয়য় সৃষ্টি করত। কনিতু তিনি যিে পরমিাণ ইচ্ছা সে পরমিাণ নাযলি করেনে। নশ্বিচয় তিনি তাঁর বান্দা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ও সূক্ষ্মদর্শী। [সূরা শুরা, আয়াত: ২৭]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালেহে আল-উছাইমীন

[ফাতাওয়া উলামায়লি বালাদলি হারাম, পৃষ্ঠা- ১০৮৪]

কোন সন্দহে নহে জননয়িন্তরণ ও জনসংখ্যা হ্রাস করার প্রচারণা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নরিদশেরে সাথে সাংঘর্ষকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নরিদশে হচ্চে: “তোমরা প্রমময়ী ও অধিক সন্তানপ্রসবা নারীকে বয়িে কর। কনেনা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নয়িে অন্যান্য উম্মতরে ওপর গর্ব করবো। [সুনানে আবু দাউদ, (২০৫০), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১৭৮৪) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেন]



আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকরে রযিকি নশ্চয়তা দানকারী। তিনি বলেন: “আর পৃথিবীতে বচিরণশীল যবে কারো রযিকি আল্লাহর উপর” [সূরা হুদ, আয়াত: ৬]

তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিরি গতিরোধ করা; সটো গরুভ-নরিোধক বভিনিন উপায় গ্রহণরে মাধ্যমে কংবা গরুভপাত ঘটানোর মাধ্যমে কংবা অন্য কোন মাধ্যমে; এ বশ্চিবাস থকে যবে, মজুদকৃত সম্পদ অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়, কংবা জনকল্যাণরে দাবী হচ্ছ- জনসংখ্যা বৃদ্ধিরি হার কমানো; নশ্চয় এটি আল্লাহর বুুবয়িত (প্রতপালকত্ব) ও তাঁর রযিকিরে প্রশস্ততাকে অস্বীকার করার নামান্তর। এটি মুশরকিদরে বশ্চিবাসরে সাথে সাদৃশ্যপূরণ; যারা দারদিররে ভয়বে তাদরে সন্তানদরেকে হত্যা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “দারদিররে কারণে সন্তানদরেকে হত্যা করো না, আমিতোমাদরেকে ও তাদরেকে রযিকি দই।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১] তিনি আরও বলেন: “দারদিররে ভয়বে তোমাদরে সন্তানদরেকে হত্যা করো না। তাদরেকে এবং তোমাদরেকে আমহি রযিকি দয়িবে থাকি। নশ্চয় তাদরেকে হত্যা করা মহা অপরাধ।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩১]

অধিক জনসংখ্যা আল্লাহর একটি নিয়োমত; এ নিয়োমতরে শুরুরিয়া আদায় করা ও নরিংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করা কর্তব্য। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী শূয়াইব (আঃ) এর কথা উল্লেখ করে যবে, তিনি তাঁর কওমকে আল্লাহর কছি নিয়োমতরে কথা স্মরণ করয়িবে দতিবে গয়িবে বলেন: “স্মরণ কর; যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলিবে; তিনি তোমাদরে সংখ্যা বৃদ্ধি করলনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮৬]

অধিক জনসংখ্যা উম্মতরে মর্যাদা ও শত্রুর বরিুদ্ধে বজয়ী হওয়ার মাধ্যম। তাই তাবে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলদরে সম্পর্কে বলেন: “অতঃপর আমিতোমাদরে জন্যবে তাদরে বরিুদ্ধে পালা ঘুরয়িবে দলিাম, তোমাদরেকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদরেকে জনসংখ্যার দকি দয়িবে একটা বরিাট বাহিনীতে পরণিত করলাম।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭]

মশিররে ভবষিযত সম্পর্কে এক গবষণায় ড. মুহাম্মদ সইয়েদ গলিাব বলেন: “জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখনো বোঝা ছিলি না এবং আগামী শতাব্দীতেও এটাকে বোঝা গণ্য করা ঠকি হবে না। বরং সর্বকালে জনসংখ্যা মশিররে অগ্রগতিরি পথকে সুগম করছে।”

ওপর এক গবষণায় ড. মোস্তফা আল-ফাক্কি আরব বশ্চিবে মশির একটি প্রভাবশালী দেশে হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে- ‘মশির জনসম্পদরে গুদামঘর হওয়া’।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জনাব খোরশদে আহমাদ বলেন: “ভবষিযতে প্রভাবশালী কষমতা শুধু সসেব দেশেই থাকবে যসেব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরি হার উচ্চ পর্যায়বে এবং একই সাথে তারা টেকনিক্যাল সাইন্সেও অগ্রসর। তাই পাশ্চাত্যরে জাতগিলো তাদরে কর্তৃত্ব ও নতৃত্ব ধরে রাখার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশেগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাসকরণ ও বন্ধ্যাকরণ



আন্দোলন প্রচার করে যাচ্ছে। এ কারণে পাশ্চাত্যের দশেগুলো তাদরে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য সর্ববোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে তারা এশিয়া ও আফ্রিকার দশেগুলোতে জন্মনয়িত্রণ আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সব ধরণে প্রচার মাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার করছে।”। তিনি আরও বলেন: “প্রফসের অর্গানস্কি (আমেরিকান বুদ্ধিজীবী) ঠিকই বলেছেন: “ভবিষ্যতে সবে সনোবাহিনী হবে অধিক শক্তিশীলী যার সনৈয সংখ্যা হবে বেশি।” তিনি আরও বলেন: ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এটি অজানা নয় যে, জনসংখ্যার রয়েছে মৌলিক রাজনৈতিক গুরুত্ব। এ কারণে প্রত্যেকে সভ্যতা ও পরাশক্তি তার গঠন ও বনির্মাণের যুগে জনসংখ্যা বাড়ানোর উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই তো, উইল ডুরান্ট (Will Durant) অধিক জনসংখ্যাকে সভ্যতার অগ্রসরতার অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করেন। অনুরূপভাবে আরনল্ড টয়নেবী (Arnold Toynbee) জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সবে সব বুনয়াদি চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন যগুলোর জেরে যে কোন মানব সভ্যতার উন্নতি ও বসিত্ত ঘটবে।”।

তবে এ বক্তব্যকে যেনে ভুলভাবে বুঝা না হয় সজেন্য বলতে হয়: শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শত্রুর বিরুদ্ধে বজ্রী হওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে না। বরং এটি প্রধান কারণ; কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মজবুত শিক্ষা, সঠিক লালনপালন, সমাজিক ন্যায় ও নরিপত্তা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই থাকতে হবে। বরং সবকিছুর আগে: ঈমান ও তাকওয়া থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যদি সবে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও পরহযেগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদরে প্রতিআসমানী ও জমিনী নয়ামতসমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মথিয়া প্রতিপিন্ণ করছে। ফলে আমি তাদেরকে তাদের ক্তকর্মের কারণে পাকড়াও করলাম। [সূরা আরাফ; আয়াত: ৯৬]

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে জেরে গলায় সতর্ক করে আসছে এবং এটাকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করছে।

প্রফসের আরনল সোফার এর রচনা *Changes in the Geography of the Middle East* (১৯৮৪খ্রিঃ) বইতে রয়েছে; যে বইটি ইহুদি রাস্ট্রের পাঠ্যপুস্তককে অন্তর্ভুক্ত এবং সবে দেশের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলোতে এটি ‘রেফারেন্স বই’ হিসেবে গণ্য, গ্রন্থকার মনে করেন, মশিরের জনসংখ্যার উর্ধ্বগামী হার ইসরাইলের আতংকের কারণ; যাহেতে এর মাধ্যমে শক্তিশীলী সনোবাহিনী গড়ে তোলা যতে পারে।

ডাইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা তার ১৯/১/১৯৮৮ তারখের সংখ্যায় ‘ভূ-মধ্যসাগরের অববাহিকায় জনসংখ্যার টাইম-বোমা’ এ শরিনোমামে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে। এ প্রবন্ধে লেখক এ ইস্যুতে আলোচনা করেছেন যা পাশ্চাত্যের লোকদের চোখে ঘুম হারাম করে দিয়েছে। সটো হচ্ছে- ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দশেগুলোতে বড় ধরণের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূ-মধ্যসাগরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দশেগুলোতে জনসংখ্যা ঘটতি। এ প্রবন্ধে জাতিসংঘের পরিশেষে বিষয়ক প্রকল্পের একটি প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয় যে, পঞ্চাশ দশকের দিকে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ ছিল ইউরোপিয়ান। তারা জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে বসফরাস প্রণালী পর্যন্ত বসিত্ত দশেগুলোতে ছড়িয়ে ছটিয়ে



ছিল। কিন্তু ২০২৫ সাল নাগাদ এ চিত্র বিপরীত রূপ ধারণ করবে। অচিরেই ভূ-মধ্যসাগর একটি ইসলামী সাগরে পরিণত হবে; যদিও পুরোপুরি আরব সাগরে পরিণত না হয়।

কোন সন্দেহ নেই- প্রশ্নে উল্লেখিত উক্তটি মুসলমানদের মধ্যে জন্মনয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যা কমানো সংক্রান্ত ইস্যুগুলোকে উৎসাহিত করছে। অনেকে শ্লোগানের অধীনে এ প্রচারণাগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়। যমেন- পরবার নয়ন্ত্রণ, সমাজ নয়ন্ত্রণ ও পরবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। আমরা বলব: যারা এ বিষয়গুলোর প্রতি উদ্বেগ করলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের পক্ষে কাজ করলে, ইসলামের শত্রুদের কল্যাণে কাজ করলে; সটো তারা নিজেরো জানুক কিংবা না-জানুক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

জন্ম-নয়ন্ত্রণকে সমর্থন দয়ো নঃসন্দেহে এটি মুসলমানদের শত্রুদের চক্রান্ত। শত্রুরা চায় মুসলমানদের সংখ্যা না বাড়ুক। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লে শত্রুরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানেরো নিজেরো স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে: নিজেরো চাষাবাদ করবে, ব্যবসা বাণিজ্য করবে- এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে ও আরও নানামুখি কল্যাণ অর্জিত হবে। আর যদি তারা সংখ্যায় অল্প হয়ে থাকে তাহলে লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে এবং সবকিছুতে অন্যেরে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে।[সমাপ্ত]

পরিশেষে, আমাদের প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকরী এবং এর সাথে সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ইসলামীকরণ করা, বিধি-বিধানকে ইসলামীকরণ করা, আইন-কানুনকে ইসলামীকরণ এবং এর সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো।

এ বিষয়ে আরও জানতে দেখুন: আবুল আলা মওদুদীর লিখিত 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনয়ন্ত্রণ' (পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮৬) ও 'মাজল্লাতুল বায়ান' সংখ্যা ১১, ১০৭ ও ১৯১।

আল্লাহই ভাল জানেন।